চার্বাক মতে 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' — এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে চার্বাকগণ কী যুক্তি দেন? এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়?

উঃ ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দর্শন সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ যথার্থ অনুভবকে বলে প্রত্যক্ষ প্রমা, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবটি হয় তাকে ঐ প্রমার করণ বা প্রমাণ বলা হয়, চার্বাক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানকে প্রমা বলে স্বীকার করেন নি এবং ইন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোন কিছুকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন নি,

বিতণ্ডাবাদী নাস্তিক চার্বাক দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন ঈশ্বর, কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোক প্রভৃতি বন্ধ্যা পুত্রের পৌত্রের বিবাহ উৎসবের উৎসবের ন্যায় অলীক পদার্থ, তারা বলেন কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা ঈশ্বরাদি প্রতিপাদন করা হয়, অপরদিকে অনুমানের সাহায্যে কার্যকারণ ভাব স্থির করা হয়, অথচ অনুমানই প্রমাণ্য স্বীকার্য নয়, অতএব তথাকথিত কোন প্রমাণই প্রমাণ পদবাচ্য নয়।

চার্বাকদের মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ, যে বস্তু কোন কালে ও দেশে কোনভাবে প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, তা নেহাতই অলীক, যা প্রত্যক্ষ করা যায় তা সত্য; যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তা নেহাতই অলীক, যা প্রত্যক্ষ করা যায় তা সত্য, যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তা সত্য নয়, এজন্য চার্বাকেরা অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না, অনুমিতি হতে গেলে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচর সম্বন্ধ থাকা চাই, একেই বলে ব্যাপ্তির সম্বন্ধ,

সমানাধিকরণ যদি নিয়ত হয় অর্থাৎ এই সম্বন্ধের যদি ব্যতিক্রম না থাকে অর্থাৎ যদি কোন বস্তু 'ক' এর সকল অধিকরণে 'খ' থাকে তাহলে 'ক' ও 'খ' এর সমানাধিকরণকে বলে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ, হেতু ও সাধ্যের এই নিয়ত সহচর সম্বন্ধের জ্ঞান থাকলে পক্ষে হেতুর উপস্থিতি জ্ঞান থেকে আমরা সাধ্যকে অনুমান করতে পারি।

চার্বাকরা বলেন, এই ব্যাপ্তিজ্ঞান আমাদের হতেই পারে না, কারণ সর্বকালে সর্বদেশে ধূম কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। এজন্য এমন আশঙ্কা হতেই পারে যে, কোন ক্ষেত্রে ধূম আছে অথচ বহ্নি নেই। এই আশঙ্কার ফলে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে চার্বাকরা পর্বতে ধূম দেখলে সেখানে আমাদের বহ্নির যে জ্ঞান হয় তাকে অস্বীকার করেন না। এই জ্ঞানকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, কারণ জ্ঞান ছাড়া প্রবৃত্তি হতে পারে না। চার্বাকরা বলেন ঐ জ্ঞান কিন্তু অনুমান নয়, একে বলে সম্ভাবনা, তার সম্ভাবনা একরকমের সংশয়মাত্র।

যদি বলা হয় বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, তাহলে তা যুক্তিসম্মত হবে না, কারণ কোন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা প্রত্যক্ষ করা যায় না; অনুমান করতে হয়। এখন অনুমান প্রমাণ অসম্ভব বলে বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে না। সুতরাং, অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান চার্বাক দৃষ্টি-কোণ থেকে অসম্ভব।

প্রত্যক্ষ যদি একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় তারই সত্তা স্বীকার করে

নিতে হয়, ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, কর্মফল প্রভৃতি সত্তা স্বীকার করা যায় না, একমাত্র মূর্ত বস্তুরই সত্তা আছে, কারণ মূর্তবস্তু প্রত্যক্ষগোচর, অতীন্দ্রিয় বস্তু যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর নয় সেহেতু তার কোন সত্তা নেই,

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ - এই চারটি উপাদানই প্রত্যক্ষগোচর, সুতরাং সকল বস্তুই এই চারটি উপাদান দ্বারা সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে হবে, চার্বাক মতে, এই চারটি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তারা আরও বলেন, জগৎ সৃষ্টি কর্তারূপে ঈশ্বর নামক কোন চেতনা কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ কর্মমাত্রই যে কর্তার দ্বারা সৃষ্টি এমন বলা যায় না, ঈশ্বর যেমন স্বীকার্য নয় তেমনি দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়, দেহ ভিন্ন আত্মা প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, প্রশ্ন হতে পারে চৈতন্যকে সাক্ষাৎ অনুভবে পাওয়া যায়, এই অনুভবের আশ্রয়রূপে আত্মা নামক দ্রব্য অস্বীকার করবে কী করে?

চার্বাকগন এর উত্তরে বলেন চৈতন্য অনুভূত হয়, চৈতন্য শরীরের ধর্ম, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ - এই চারটি মহাভূতের মিশ্রনের ফলে আমাদের দেহ সৃষ্টি হয়েছে, এই চারটি উপাদান দেহের পরিণত হলে এই দেহই চৈতন্য উৎপন্ন করে, বিচ্ছিন্নভাবে এই চারটি উপাদানের কোনটিতেই চৈতন্য নেই, কিন্তু এই বিশেষ সংমিশ্রনের ফলে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, যেমন - পান, চুন ও খয়ের এই পদার্থগুলোর একটিতেও লাল রং নেই,

এগুলির একটি বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করে চর্বন করলে লাল রং-এর উৎপন্ন হয়।

জীবন ও চেতনা চার্বাকমতে অস্তিত্বশীল, কারণ এগুলির প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু জীবন ও চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তারা মূলতঃ জড় থেকেই উৎপন্ন, জড় দেহের প্রাচীন অবস্থামাত্র, 'প্রশ্ন' উপনিষদে ঋষী কাত্যায়ন মুনি ও অনুরূপ কথা বলেছেন। চার্বাকরা চতুর্ভূত স্বীকার করলেও পরমাণু স্বীকার করেন না, কেননা পরমাণু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, চার্বাক মতে, দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, 'আমি কালো', 'আমি খঞ্জ' ইত্যাদি বাক্য আমরা ব্যবহার করে থাকি, এক্ষেত্রে 'দেহ' এবং 'আমি' অভিন্ন। কিন্তু 'আমার দেহ' এ বাক্য আমরা ব্যবহার করে থাকি, এখন 'দেহ' ও 'আমি' যদি অভিন্ন হয় তাহলে এ বাক্যের অর্থ কী হবে? চার্বাকগণ এর উত্তরে বলেন রাহু শির বা মস্তক ভিন্ন আর কিছুই নয়, তবুও 'রাহুর শির' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হয় ঠিক সেরূপ 'আমার দেহ' এই বাক্যেও 'আমি' ও 'দেহ' অভিন্ন। দেহ যখন আত্মা তখন দেহ বিনষ্ট হলে আত্মাও বিনষ্ট হয়। চতুর্ভূতে সৃষ্টি দেহ চতুর্ভূতেই বিলীন হয়। অতএব, মৃত্যুর পর আত্মার আর পুনর্জন্ম হতে পারে না। আত্মার পরলোক প্রাপ্তি এবং পুনর্জন্ম ও অবিশ্বাস্য। চার্বাক দর্শনে পুনর্জন্ম ও অস্বীকৃত হওয়ায় কর্মবাদের কোন স্থান নেই।

(1) প্রত্যক্ষ একমাত্র জ্ঞানের উৎস, চার্বাকদের এই মত সমর্থন করা যায় না। যথার্থ জ্ঞানের প্রমাণ হিসাবে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের যে বিশেষ ভূমিকা আছে তা অবশ্য স্বীকার্য। সব দার্শনিক প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে

গ্রহণ করলেও একমাত্র প্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রমাণ আর অনুমান শব্দ প্রমাণ নয় এমন কথা যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করেন না।

(2) প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ। চার্বাকদের এই অভিমত যদি স্বীকার করে নিই তাহলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান না করলে চলে না, সেজন্য লোকযাত্রা নির্বাহে প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত অনুমানকে স্বীকার করতে হয়। অনুমান ও শব্দকে বাদ দিলে অনেক ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ, সংগঠন, ~~সংগঠন~~ পর্যালোচনা ইত্যাদি অচল হয়ে পড়ে, সুতরাং, অনুমান প্রত্যক্ষের মতোই অপরিহার্য।

(3) চার্বাক মতে পরোক্ষ জ্ঞান হল অনিশ্চিত ও অযথার্থ অনুমান, পরোক্ষ তাই অযথার্থ। চার্বাকদের এই যুক্তিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অযথার্থ বলতে হয়, কেননা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয় নির্ভর, তাই পরোক্ষ অনুমানকে প্রত্যক্ষ নির্ভর হওয়ার জন্য যদি অযথার্থ বলতে হয় তাহলে ইন্দ্রিয় নির্ভর হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষকে অযথার্থ বলতে হয়, হবে।

(4) চার্বাকদের মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, তারা অনুমান বা শব্দ প্রমাণে বিশ্বাস করে না। জৈন দার্শনিকরা কিন্তু অনুমান এবং শব্দকেও প্রমাণ বলে, এই পরিস্থিতিতে চার্বাক মত খণ্ডন জৈনদের পক্ষে অপরিহার্য, কারণ, জৈনরা যদি চার্বাক মত খণ্ডন না করতে পারে তবে অনুমান এবং শব্দ যে প্রমাণ তা অপ্রমাণিত থেকে যাবে।

চার্বাকমত খণ্ডন প্রসঙ্গে জৈনরা বলেন —

(i) প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ তার প্রমাণ কি? এই প্রশ্ন করলে হয় চার্বাকেরা নিরব থাকবে ; এবং তাতে বোঝাবে যে তাদের বক্তব্যের পিছনে কোন যুক্তি নেই, অথবা বলবে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কারণ প্রত্যক্ষ মানুষকে প্রতারণা করে না, যদি চার্বাকেরা প্রথম বিকল্প গ্রহন করে তবে তাদের বক্তব্য যে যুক্তিহীন তা বোঝা যাবে, আর যদি তারা দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহন করে তবে তারা যুক্তি দিয়ে তাদের বক্তব্য প্রমান করবে, অর্থাৎ অনুমানের ব্যবহার করবে।

(ii) প্রতারণা করে না বলে চার্বাকেরা যদি প্রত্যক্ষকে প্রমান বলে স্বীকার করে, তবে একই যুক্তিতে অনুমান এবং শব্দকেও প্রমান বলতে হবে, যদি চার্বাকেরা এই প্রসঙ্গে বলে যে অনুমান ও শব্দ কখনো কখনো প্রতারণা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও বলা যায় যে, প্রত্যক্ষও তো কখনো কখনো প্রতারণা করে, অন্ধকার রাত্রিতে লোক যখন দড়িকে সাপ বলে দেখে তখন কি সে প্রতারিত হয় না? সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যক্ষকে প্রমান বলতে হলে অনুমান ও শব্দকেও প্রমান বলতে হবে।

(iii) আরও বলা যায় যে, চার্বাকেরা পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতির অস্তিত্ব যে অস্বীকার করে, তা তো অনুমানের উপর নির্ভর করেই. তাদের অনুমান নিম্নরূপ :—

যা যা প্রত্যক্ষ করা যায় একমাত্র তাই আছে পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং, পরলোক ঈশ্বর প্রভৃতি নাই, অনুমান যদি প্রমান না হবে, তবে অনুমানের উপর নির্ভর করে চার্বাকেরা তাদের কোন মতবাদ

প্রমাণ করবে কেন?

(v) সর্বশেষে জিজ্ঞাসা করা যায় যে চার্বাকেরা কখন প্রত্যক্ষকে প্রমাণ তখন কি তারা কয়েকটি প্রত্যক্ষই প্রমাণ বলে না সমস্তই প্রত্যক্ষই প্রমাণ বলে? নিশ্চয়ই কয়েকটি কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে না, সমস্ত প্রত্যক্ষই প্রমাণ বলে, কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষের কি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব? তবে সমস্ত প্রত্যক্ষই যে প্রমাণ তা কি করে জানা যায়? নিশ্চয়ই এখানে অনুমানের উপর নির্ভর করা হয়। বলা হয় যেহেতু কতকগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে জানা গেছে, [illegible] সুতরাং, সমস্ত প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কাজেই, চার্বাকেরাও যে অনুমানকে পরোক্ষ প্রমাণ বলে স্বীকার করে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।